ভোরের কাগজ
তারিখ ... MAY. 1 6 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অভিমত

বুয়েটের জন্য লজ্জা ও অপরাধবোধ

নীলমণি আহসান

দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে তখন দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়— প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়— অশান্ত, বেপরোয়া, উদ্ধত। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি গর্বিত ছিলাম। কিন্তু গ্রাজুয়েশনের শেষপর্যায়ে এসে আমি লজ্জিত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে, দেশবাসীর কাছে।

ঘটনার শুরু এভাবে— সলিমউল্লা দীপু নামের পুরকৌশল বিভাগের এক ছাত্র তার বান্ধবীর ক্লাস টেস্টে প্রক্সি দিতে গিয়ে বিভাগীয় শিক্ষক ড. আজাদুর রহমানের কাছে ধরা পড়ে। ড. আজাদুর রহমান দীপুর অপকর্মের কথা বিভাগীয় প্রধানকে জানান। ডিসিপ্লিনারি কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীপুকে প্রথমে নিয়মানুযায়ী সারা জীবনের জন্য বহিষ্কার করা হলেও পরে তা কমিয়ে ২ বছর করা হয়। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রথমে তার ক্লাসমেটদের প্রতিবাদ, মিছিল চলতে থাকে। কিন্তু একপর্যায়ে ইউকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ব্যাপারটিতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমগ্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের পরিবর্তে পরীক্ষা পিছানোর লক্ষ্যে পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ এপ্রিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে যা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসী ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, যেসব কারণে এটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে সেগুলো হলো, ভর্তি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, পরীক্ষা গ্রহণের স্বচ্ছতা এবং শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা। আর সবশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্বসচেতনতা। আমার মনে হয় প্র.বি.র কোনো ছাত্রই এমন অভিযোগ করতে পারবে না যে, এখানকার শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস করান না। এই অবস্থায় দীপুর অপরাধকে কোনো শিক্ষকেরই উপেক্ষা করার কথা নয়। সেক্ষেত্রে ড. আজাদুর রহমানের (যিনি কঠোরতম শিক্ষক হিসেবে পরিচিত) পক্ষে কোনো রকম ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

যেভাবে এই দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো যেতো বলে আমি মনে করি, তা বলছি। ঘটনার রাতে পুলিশ তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করায় অনেক সাধারণ ছাত্রও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের চেয়ে গ্রেপ্তারকৃত তিন ছাত্রকে ফেরত আনাই ছাত্রদের প্রধান লক্ষ্য হয়। অনেকের ধারণা ছিল, ডিএসডব্লিউ অথবা ভিসির নির্দেশে তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু ইউকসু নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে ভিসির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারো নির্দেশে পুলিশ ছাত্রদের গ্রেপ্তার করেনি। তাহলে এক্ষেত্রে পুলিশ কার নির্দেশে তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করলো তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমার মনে হয় তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা না হলে এবং ছাত্ররা যখন ভাঙচুর করছিল তখন পুলিশ বাধা দিলে ঐ দিনের ঘটনা অনেকখানি এড়ানো যেতো।

বুয়েটে বর্তমানে ছয়টি ব্যাচ চলছে, যেখানে চারটি ব্যাচ থাকার কথা। ফলে বিভিন্ন ব্যাচের উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র জোটবেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এটাও এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার একটা বড়ো কারণ। সর্বোপরি আমাদের ছাত্রদের সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে।

যাই হোক, বুয়েটের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন :

(১) টিউশন ফি বাড়ানো উচিত। বুয়েটের ছাত্ররা প্রায় বিনামূল্যে কোয়ালিটি টিচিং পায়। যেখানে বাংলাদেশেই বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রির জন্য প্রায় ৪/৫ লাখ টাকা খরচ হয় সেখানে বুয়েটে ছাত্ররা প্রায় বিনামূল্যে পড়ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের দরদ কম এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙচুরের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে। এই প্রবণতা দূর করার জন্য টিউশন ফি বাড়ানো যেতে পারে।

(২) ছাত্রদের কাছ থেকে মোট ক্ষতির ১০ গুণ পরিমাণ জরিমানা আদায় করা যেতে পারে।

(৩) ক্লাস টেস্টে ওয়েটেজ বাড়ানো যেতে পারে। যেমন মোট পরীক্ষার ৬০%-৭০% ক্লাস টেস্টের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা পিছানোর প্রবণতা কমতে পারে।

(৪) ভর্তি পরীক্ষায় সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

(৫) বুয়েটের পাঠ্যসূচিতে কমিউনিটি বিহেভিয়ার জাতীয় কোর্স ঢুকানো যেতে পারে।

(৬) এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ বাড়ানো যেতে পারে।

(৭) ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ রাজনীতি থাকলেই ছাত্ররা দলবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়।

সবশেষে আমি বলতে চাই, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. জামিলুর রেজা, ড. ইকবাল মাহমুদ, ড. মোঃ আলী, ড. বসুনিয়া প্রমুখ শিক্ষক আছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র অস্বচ্ছতা নেই, সেই বিশ্ববিদ্যালয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন অবশ্যই দেখতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের উচ্চমহল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুয়েটকে সংকটের হাত থেকে বাঁচানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেবে। আমি আবারো লজ্জা প্রকাশ করছি আমার মাননীয় শিক্ষকবৃন্দের কাছে, দেশবাসীর কাছে।

নীলমণি আহসান : ছাত্র।